যুগান্তর

তারিখ 13 NOV 2008
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ৭

একীভূত শিক্ষা

২০১১ সাল নাগাদ দেশে চালু হইতে যাইতেছে 'একীভূত শিক্ষা'। পূর্বে ইহাকে বলা
'একমুখী শিক্ষা'। শুধু নবম-দশম শ্রেণীতেই নহে, বরং গোটা মাধ্যমিক স্তরেই প্রব
হইতে যাইতেছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা। এইবারে শুধু স্কুলেই নহে, এমনকি মাদ্রাসার
মাধ্যমিক বা দাখিলেও এই ব্যবস্থা চলিবে। সকল কিছু ঠিকঠাক থাকিলে ২০১৩ সা
নাগাদ এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা নূতন পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হইবে। উল্লেখ্য, মা
শিক্ষায় সাম্প্রতিককালের সর্বাধিক বৃহৎ সংস্কার প্রকল্প হইতেছে 'একমুখী শিক্ষাক্রম
বয়সের সহিত শিক্ষার একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয় ঘটাইবার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাং
পরামর্শে মাধ্যমিক স্তরে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল ২০০২ সালে। পরে
লইয়া বিভিন্ন সময় গঠিত হইয়াছে একাধিক বিশেষজ্ঞ কমিটি। উহাতে মাধ্যমিক শি
খাত মানোন্নয়ন প্রকল্প (সেসিপ) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের
(এনসিটিবি) বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাসহ শিক্ষাবিদরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কমিটির সুপারিশ
মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারির মাধ্যমে একমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের
ঘোষণা দিয়াছিল। তদানুযায়ী ২০০৬ সাল হইতে এই পদ্ধতি চালু হইবার কথা থাকি
এই সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট কোন ধারণা না থাকায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের আ
মুখে উহা বাতিল করা হয়। তবে এইবারে তাহা ঘটিবে না বলিয়া আশাবাদ ব্যক্ত
করিয়াছেন মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের (এসইএসডিপি) কারিকুলাম শাখা
পরামর্শক। মঙ্গলবার রাজধানীতে বিভিন্ন নামি-দামি স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষ, প্রধান
শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে এই বিষয়ে একটি সভাও অনুষ্ঠিত
হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুই বৎসর ধরিয়া আলোচনা-সমালোচনা, কারিকুলাম তৈরিসহ
শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মতামত গ্রহণ, পাইলটিং ও জরিপ কার্য সমাধা হ
হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে স্কুল ও মাদ্রাসার জন্য দুইজন
পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হইয়াছে। গঠন করা হইতেছে টাস্কফোর্স। তাহারা নীতিমাল
তৈরি করিয়া যথাযথ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বিষয়টি
জাতীয় পত্রপত্রিকাসহ ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে আরও বেশি করিয়া প্রচার-প্রচারণার
অবকাশ রাখে বৈকি। উল্লেখ্য, প্রায় অর্ধশত বৎসর ধরিয়া চলমান বিজ্ঞান, মানবিক
বিজনেস স্টাডিজ শাখায় চলিতেছে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসা শিক্ষা চলিতেছে
সেকেলে নিয়মে। বাস্তবতা হইল, এহেন শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রে সুফল বহিয়া
আনিতে পারিতেছে না। দেশে প্রতি বৎসর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ড্রপআউটসহ
বাড়িতেছে বেকারত্বও। এমনকি উচ্চ শিক্ষাস্তরে বহু ছাত্রছাত্রী ভর্তি পর্যন্ত হইতে
পারিতেছে না। প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষাক্রমে নবম-দশম শ্রেণীতে আলাদাভাবে বিজ্ঞ
মানবিক ও বাণিজ্যিক শাখা তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। উচ্চ মাধ্যমিকে গি
শিক্ষার্থীরা তাহাদের পছন্দমতো শাখায় ভর্তি হইবার সুযোগ পাইবে। সেই ক্ষেত্রে ত
নিজেরাই সিদ্ধান্তও লইতে পারিবে। মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাস ঢালিয়া সাজানো হই
মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, সমন্বিত ও যুগোপযোগী করিবার বিষয়ে বোধকরি
কাহারও দ্বিমত নাই। প্রত্যাশা একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় উহা করা হইবে। সংশ্লিষ্ট ম
মতে, পরিবর্তিত কারিকুলাম আধুনিক, যুগোপযোগী, দক্ষতাভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূল
করিয়া গড়িয়া তোলা হইবে। লক্ষ্য রাখা হইবে, শিক্ষার প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দি
প্রতিও, যাহাতে কোন শিক্ষার্থী ড্রপআউট হইলেও কিছু একটা করিয়া চলিতে পারে
পাশাপাশি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত— নীতি, নৈতিকতা ও